শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

তত্ত্ববোধঃ।

(বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত)

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ দ্বারা
শ্রীস্বামী দয়ানন্দ কর্ত্তৃক
অনুদিত ও প্রকাশিত।

কাশীধাম।

মূল্য দুই আনা মাত্র

PRINTER, G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS.
91/a, Machuabazar Street, Calcutta.

প্রস্তাবনা।

শ্রীভগবানের কৃপায় তত্ত্ববোধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। অবিদ্যা-তমসাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুরিত করিয়া জীবকে নিজের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত জ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ করাইবার জন্য পরম-করুণাময় মহর্ষিগণ সপ্তজ্ঞান ভূমি অনুসারে সপ্তদর্শনের প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়—বৈশেষিক—যোগ—সাংখ্য—কর্ম্মমীমাংসা—দৈবীমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা—এই বৈদিক সপ্তদর্শনই সপ্তজ্ঞানভূমির প্রতিপাদক এবং মুমুক্ষু জীবকে পূর্ণ-জ্ঞানের চরম পদবী প্রাপ্ত করাইবার জন্য সপ্তসোপানস্বরূপ। শাস্ত্রে সপ্তদর্শন প্রতিপাদ্য সপ্তজ্ঞানভূমির নাম যথাক্রমে জ্ঞানদা, সংন্যাসদা, যোগদা, লীলোন্মুক্তি, সৎপদা, আনন্দপদা ও পরাৎপরা কহা হইয়াছে। প্রথম জ্ঞানভূমির দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিজ্ঞান, দ্বিতীয়ের দ্বারা ত্যক্তব্য বিষয়ের পরিত্যাগ, তৃতীয়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য শক্তির পরিপ্রাপ্তি, চতুর্থের দ্বারা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির লীলা-বিলাস পরিজ্ঞান ও তাহা হইতে পৃথক্ স্থিতি, পঞ্চমের দ্বারা জগৎকে ব্রহ্ম-রূপে অনুভব, ষষ্ঠের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদ্রূপে অনুভব এবং সপ্তম জ্ঞানভূমির দ্বারা নিজের অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভূতি হইয়া থাকে। এই সপ্তম দর্শনের জ্ঞানই স্বরূপোপলব্ধিপ্রদ চরমজ্ঞান। এইজন্য ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনই চরম দর্শন বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে আদৃত হইয়াছে। আত্মা ও অনাত্মার বিচার, মায়া ও ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়, বিষয়-মরীচিকার ভ্রান্তি বিদূরণ, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির পরমভাব, আত্মা হইতে আকাশাদি-ক্রমে ব্রহ্মেই অখিল জগতের বিবর্ত্ত-বিজ্ঞান আদি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সাধকের পূর্ণজ্ঞানপ্রদ সকল বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত আছে। আর্য্য-দর্শন শাস্ত্রের এই এক অপূর্ব্ব মহিমা যে, পাশ্চাত্য দর্শন সিদ্ধান্তের ন্যায় ইহা বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে জিজ্ঞাসুকে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য প্রয়াস না পাইয়া প্রথমতঃ কারণস্বরূপ অন্তর্জগতের সহিতই

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরিচয় করত কারণ হইতে কার্য্যের দিকে অর্থাৎ অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতের দিকে তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োজিত করে। সূক্ষ্ম কারণের পরিজ্ঞান হইলে কার্য্যের পরিজ্ঞান সহজে এবং সম্পূর্ণভাবে হইয়া থাকে। অন্যথা বিশাল স্থূলজগৎ হইতে সূক্ষ্মরাজ্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা বড়ই দুরূহ ও পদে পদে ভ্রান্তি-জনক হইয়া উঠে। এইজন্য আর্য্য সপ্তদর্শন শাস্ত্রই স্বরূপোপলব্ধির নিমিত্ত যথার্থ সোপানস্বরূপ। প্রথম সোপান হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত পরমাত্মার প্রকৃতিবিলাসময় বিভিন্নভাবের উপলব্ধি হইয়া অন্তিম অর্থাৎ সপ্তম দর্শনরূপ সপ্তম সোপানে প্রকৃতির অতীত ও নিত্যানন্দ-রাজ্যে বিরাজমান চিন্ময় পরব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু এই সপ্তম দর্শন অর্থাৎ বেদান্তদর্শন এত বিশাল ও দুরবগাহ যে, ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করা সাধারণ পরিশ্রমের দ্বারা কদাপি সাধ্য নহে এবং এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে "ফাল্গুনে বালকা ইব" অনেক বেদান্তম্মন্য ভ্রান্ত মনুষ্য বেদান্তের ব্যাজে বহু-প্রকার বেদান্ত বিরুদ্ধ অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা সংক্ষেপে বেদান্তের যথার্থ তত্ত্ব জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তত্ত্ববোধ নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করিলাম। যদি মুমুক্ষুগণ ইহার অধ্যয়নে লাভবান্ হইতে পারেন, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থের মুদ্রণাদির সমস্ত ব্যয়ভার খৈরীগড়-রাজ্যেশ্বরী ভারত ধর্ম্মলক্ষ্মী শ্রীমতী মহারাণী সুরথকুমারী দেবী গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশের নিয়মানুসারে এই গ্রন্থেরও সমস্ত স্বত্ব শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইল।

কাশীধাম,
বাসন্তী বিজয়া-দশমী
কলের্গতাব্দা ৫০১৬।

নিবেদক
দয়ানন্দ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

তত্ত্ববোধঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

যস্মিন্ সর্ব্বে যতঃ সর্ব্বে যঃ সর্ব্বে সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ১।
যোগীন্দ্রং বাসুদেবেন্দ্রং নত্বা জ্ঞানপ্রদং গুরুং।
মুমুক্ষূণাং হিতার্থায় তত্ত্ববোধো বিধীয়তে। ২।

নিখিল বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে, নিখিল জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি নিখিল বিশ্বস্বরূপ, যিনি সমস্ততঃ বর্ত্তমান অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, যিনি সর্ব্বময়, সেই সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার॥ ১॥

জ্ঞানপ্রদাতা, যোগিশ্রেষ্ঠ, বাসুদেবেন্দ্র-নামক শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া মুমুক্ষুগণের কল্যাণের নিমিত্ত এই তত্ত্ববোধ বিহিত হইতেছে॥ ২॥

হেত্ববোধনং।

পঠন্তি চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
আত্মানং নৈব জানন্তি দর্ব্বী পাকরসং যথা। ৩।

গ্রন্থারম্ভঃ।

অতঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাধিকারিণাং মোক্ষসাধনভূতং তত্ত্ববিবেকপ্রকারং বক্ষ্যামঃ। ৪।

সাধনচতুষ্টয়ং কিং ?। ৫।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমাদিষট্সাধনসম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি।৬।

গ্রন্থ নির্ম্মাণের কারণ।

মানবগণ চারি বেদ ও অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র (ই) পড়িয়া থাকে, পরন্তু দর্ব্বী (কাঠি) যেমন পক্কবস্তুর আস্বাদন জানে না, তদ্রূপ উহারা (ও) আত্মাকে জানে না॥ ৩॥

এইজন্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী দিগের মুক্তির সাধনীভূত তত্ত্ববিবেকের প্রকার বলিতেছি। ৪।

সাধনচতুষ্টয় কি কি ?। ৫।

নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহা মুত্রার্থফলভোগবিরাগ, শমাদি ষট্সাধনসম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব। ৬।

নিত্যং বস্তু একং ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্ব-মনিত্যমেবেতি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ * । ৭ ।

ইহ স্রক্চন্দনবনিতাদিষু সর্ব্বেষু ভোগেষু অমুত্র স্বর্গাদিলোকানাং সর্ব্বেষু ভোগেষু চ ইচ্ছারাহিত্য-মেব বিরাগঃ † । ৮ ।

শমাদিষট্সাধনসম্পত্তিঃ কা ? । ৯ ।

এক ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অনিত্য—এই বিচারই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক । ৭ ।

ইহলোকে স্রক্-চন্দন-বনিতা-প্রভৃতি বিষয় সকলের ভোগে এবং পরলোকে স্বর্গাদি বিষয় সকলের ভোগে ইচ্ছা না থাকাই বিরাগ । ৮ ।

শমাদি ষট্সাধন সম্পত্তি কি কি ? ৯ ।

---

* প্রপঞ্চময় এই সংসার অনিত্য, অস্থায়ী এবং নাশবান্—এই সিদ্ধান্ত যাবৎ সাধকের হৃদয়ে নিশ্চিত না হয়, তাবৎ সাধক সাধনচতুষ্টয়ের এই প্রথম অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

† সাধনচতুষ্টয়ের দ্বিতীয় অধিকার বৈরাগ্য। এই লোকের ধন জন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয় এবং যৌবনপ্রভুত্ব প্রভৃতি সকল সম্পত্তি দুঃখময় বা দুঃখের হেতু, সুতরাং উহা হেয়, এই প্রকার পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখ বিনাশী, উহাতেও জীবের পরম কল্যাণ হয় না, সুতরাং উহাও পরিত্যাজ্য—এই বুদ্ধিতে যখন ধনাদি ও স্বর্গাদিতে ইচ্ছা নিবৃত্তি হইবে, তখনই সাধক বৈরাগ্যরূপ দ্বিতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

শম-দমোপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা-সমাধানমিতি ষট্। ১০।

অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ শমঃ। ১১।

দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ১২।

উপরতিঃ প্রপঞ্চোপরমণপূর্ব্বকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানমেব। ১৩।

তিতিক্ষা শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং। ১৪।

শ্রদ্ধা গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ। ১৫।

সমাধানং * চিত্তৈকাগ্রতা। ১৬।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান এই ছয়। ১০।

অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম শম। ১১।

বাহেন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহই দম। ১২।

প্রপঞ্চ জগতের উপরমপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানই উপরতি। ১৩।

শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সহনশীলতাই তিতিক্ষা। ১৪।

শ্রীগুরুদেবের বচনে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ১৫।

চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান বলে। ১৬।

---

* শমাদি যে ষট্‌সম্পত্তি উক্ত হইয়াছে, উহা প্রাপ্ত হইলে সাধক তৃতীয় অধিকার লাভ করে। সাধক যখন যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে ইচ্ছা করে তখনই সেই বিষয়ে মনকে একতান করিতে পারে। চিত্তের এই বলবান্ দশার নাম সমাধান।

মুমুক্ষুত্বং মোক্ষমাপ্নুয়ামিতি ইচ্ছা। ১৭।

এতৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্তত্ত্ববিবেকস্যাধিকারী ভবতি।১৮।

তত্ত্ববিবেকো নাম আত্মা সত্যঃ তদন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেতি জ্ঞানমেব। ১৯।

আত্মা কঃ ?। ২০।

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণশরীরেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চ-কোশাতীতঃ সন্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বা-ধারঃ অবিদ্যামায়োপাধিনা প্রতীয়মানাভ্যাং জীবে-

---

মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছাই মুমুক্ষুত্ব। ১৭।

এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সাধকই তত্ত্ববিবেকের অধিকার প্রাপ্ত হয়।১৮।

আত্মাই সত্য, আত্মভিন্ন সকলই মিথ্যা—এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্ববিবেক।১৯।

আত্মা কি ? ২০।

যাহা স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর—এই শরীরত্রয় হইতে ভিন্ন, পঞ্চকোশের অতীত, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের

শ্বরাভ্যাং ভিন্নঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপো যস্তিষ্ঠতি স আত্মা *। ২১।

স্থূলশরীরং কীদৃশং ?। ২২।

পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতৈঃ কৃতং সৎকর্ম্মজন্যং সুখ-দুঃখাদিভোগায়তনমস্তি জায়তে বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ষড়্ভাববিকারৈর্যুক্তং যৎ তৎ স্থূলশরীরং। ২৩।

সূক্ষ্মশরীরং কীদৃশং ?। ২৪।

আধার, অবিদ্যোপাধিক জীব, মায়োপাধিক ঈশ্বর—এই উভয় ভিন্ন এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ—তাহাই আত্মা। ২১।

স্থূল শরীর কীদৃশ ? ২২।

যাহা পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে নির্ম্মিত, কর্ম্মজন্য, সুখদুঃখাদির ভোগের ক্ষেত্র অর্থাৎ যদ্দ্বারা সুখদুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান আছে, উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিণাম লাভ করে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এই ষড়্ভাববিকারবিশিষ্ট—তাহাই স্থূল শরীর। ২৩।

সূক্ষ্ম শরীর কীদৃশ ?। ২৪।

---

* এই গ্রন্থে আত্মশব্দে পরমাত্মা পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

অপঞ্চীকৃত * পঞ্চমহাভূতৈঃ কৃতং সৎকর্ম্মজন্যং সুখদুঃখাদিভোগসাধনং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ মনশ্চৈকং বুদ্ধিশ্চৈকা এবং সপ্তদশকলাভিঃ সহ যত্তিষ্ঠতি তৎ সূক্ষ্ম-শরীরং। ২৫।

কারণশরীরং † কীদৃশং?। ২৬।

যাহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে নির্ম্মিত, কর্ম্মজন্য, সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাধন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, এক মন, এক বুদ্ধি—এই সপ্তদশ কলার সহিত বিদ্যমান আছে তাহা সূক্ষ্ম শরীর। ২৫।

কারণশরীর কীদৃশ?। ২৬।

---

* পঞ্চীকরণ বর্ণিত হইবে। প্রত্যেক ভূতে পঞ্চীকরণ হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূত বলা যায়, প্রত্যেক ভূত যাবৎ নিজ সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে তাবৎ অপঞ্চীকৃত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

† অনাদি জীবপ্রবাহের পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টির প্রারম্ভে, জড় এবং চেতনের গ্রন্থি-বন্ধনের সময় যে প্রথম দশা উৎপন্ন হয় উহা জীবের কারণশরীর। সূক্ষ্ম-শরীরের সংস্কার পৃথক্ হয়, এইরূপ জীবের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে পৃথক্ বিচিত্রতাময় স্থূলশরীর ধারণ করিতে হয়; পরন্তু অনাদি অবিদ্যামূলক এবং অপর দুই শরীরের মূল কারণ এবং চিদাত্মার বিকারহীন যে দশা, উহাকে কারণশরীর বলে।

অনির্ব্বাচ্যানাদ্যবিদ্যারূপং স্থূলসূক্ষ্মশরীরকারণ-মাত্রং স্বস্বরূপাজ্ঞানং নির্ব্বিকল্পকরূপং যদস্তি তৎ কারণশরীরং। ২৭।

পঞ্চকোশাঃ * কে ?। ২৮।

অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ।২৯।

অন্নময়কোশঃ কঃ ? ৩০।

অন্নরসেনৈবাবির্ভূয়ান্নরসেনৈবাভিবৃদ্ধিং প্রাপ্যা-ন্নরসময়পৃথিব্যাং যদ্বিলীয়তে সোঽন্নময়ঃ স্থূল-শরীরং। ৩১।

অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যারূপ, স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের কারণমাত্র, নিজস্বরূপের অজ্ঞানস্বরূপ, এবং নির্ব্বিকল্পকরূপ যাহা আছে—তাহাই কারণশরীর। ২৭।

পঞ্চকোশ কি কি ?। ২৮।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। ২৯।

অন্নময় কোশ কি ? ৩০।

যাহা অন্নরসেই আবির্ভূত হইয়া অন্নরসেই বৃদ্ধি লাভ করিয়া অন্নরসময় পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হয়—তাহার নাম স্থূলশরীর। ৩১।

---

* কোশ শব্দ হইতে আবরণ আচ্ছাদন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন প্যাজে একের উপর অপর খোসা থাকে, সেরূপ জীবশরীরও পাঁচ কোশ জানিতে হইবে। প্রথম আনন্দময় কোশ, তদুপরি বিজ্ঞানময় কোশ, তদুপরি মনোময় কোশ, তদুপরি প্রাণময় কোশ, এই সকলের উপর অন্নময় কোশ থাকিতেছে।

প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ং সূক্ষ্মশরীরং।৩২।

প্রাণময়ঃ কঃ ?। ৩৩।

প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ম্মিলিতাঃ প্রাণময়ঃ। ৩৪।

মনোময়ঃ কঃ ?। ৩৫।

মনশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকঞ্চ মিলিত্বা মনোময়ঃ।৩৬।

বিজ্ঞানময়ঃ কঃ ?। ৩৭।

বুদ্ধিশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকঞ্চ মিলিত্বা বিজ্ঞানময়ঃ।৩৮।

আনন্দময়ঃ কঃ ?। ৩৯।

প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ—এই কোশত্রয়ই সূক্ষ্মশরীর॥ ৩২।

প্রাণময় কোশ কি ? ৩৩।

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোশ হয়। ৩৪।

মনোময় কোশ কি ? ৩৫।

মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয়।৩৬।

বিজ্ঞানময় কোশ কি ? ৩৭।

বুদ্ধি এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়। ৩৮।

আনন্দময় কোশ কি ? ৩৯।

কারণশরীরভূতাবিদ্যাস্থমলিনসত্ত্বং স্বরূপাজ্ঞানং প্রিয়াদিভাবসহিতং সৎ আনন্দময়ঃ কোশঃ তদেব কারণশরীরং চতুর্বিংশতিতত্ত্বানাং কারণত্বাৎ। ৪০।

অবস্থাত্রয়ং কীদৃশং ?। ৪১।

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। ৪২।

জাগ্রদবস্থা কা ?। ৪৩।

শ্রোত্রাদিভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদয়ো বিষয়া জ্ঞায়ন্তে যত্র সা জাগ্রদবস্থা। ৪৪।

স্থূলশরীরাভিমানী আত্মা বিশ্ব ইত্যুচ্যতে।৪৫।

কারণশরীরভূত অবিদ্যায় অবস্থিত মলিনসত্ত্ব, আত্মস্বরূপের অজ্ঞানরূপ এবং প্রিয়, মোদ, প্রমোদ এই ভাবত্রয়যুক্ত হইয়া আনন্দ ময় কোশ হয়, তাহাই কারণশরীর, কেননা উহা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কারণ। ৪০

অবস্থাত্রয় কিরূপ ? ৪১।

জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থা। ৪২।

জাগ্রদবস্থা কিরূপ ? ৪৩।

যে অবস্থায় শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান হয়, উহা জাগ্রদবস্থা। ৪৪।

স্থূল শরীরাভিমানী আত্মাকে "বিশ্ব" বলা যায়। ৪৫।

স্বপ্নাবস্থা কা ?। ৪৬।

জাগ্রদবস্থায়াং যৎ দৃষ্টং যৎ শ্রুতং তজ্জনিত-বাসনয়া যত্র প্রপঞ্চঃ প্রতীয়তে সা স্বপ্নাবস্থা। ৪৭॥

সূক্ষ্মশরীরাভিমানী আত্মা তৈজস ইত্যুচ্যতে। ৪৮॥

সুষুপ্ত্যবস্থা কা ?। ৪৯।

অহং কিমপি ন জ্ঞাতবান্ সুখেন ময়া নিদ্রা অনুভূতেতি যচ্চানুভূতং জাগ্রদবস্থায়াং স্মর্য্যতে সা সুষুপ্ত্যবস্থা। ৫০।

স্বপ্নাবস্থা কি ? ৪৬।

জাগ্রদবস্থায় যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, তদুৎপন্ন বাসনা দ্বারা যে অবস্থায় প্রপঞ্চ প্রতীত হইয়া থাকে উহা স্বপ্নাবস্থা। ৪৭।

সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী আত্মা "তৈজস" নামে অভিহিত হয়। ৪৮।

সুষুপ্ত্যবস্থা কি ? ৪৯।

আমি কিছুই জানি নাই, সুখে নিদ্রিত ছিলাম—এই প্রকার যে অনুভব জাগ্রদবস্থায় স্মরণে আসে, উহা সুষুপ্তি অবস্থা। ৫০।

---

* জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা দুই সহজে জানা যায়, পরন্তু তৃতীয় সুষুপ্তি অবস্থা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতি গাঢ় নিদ্রায় উহা হইয়া থাকে। উহা স্বপ্নাবস্থা হইতে একটি স্বতন্ত্র অবস্থা।

কারণশরীরাভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞঃ * ইত্যুচ্যতে। ৫১।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি † কানি ? । ৫২।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষূরসনা-ঘ্রাণাখ্যানি। ৫৩।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি। ৫৪।

কারণশরীরাভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৫১।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব কি কি ? ৫২।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৫৩

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ,—এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ৫৪।

---

* সমষ্টি স্থূল শরীরকে "বিরাট্" বলে, এই জন্য স্থূলশরীরের দেবতাকে "বিশ্ব" বলে। সূক্ষ্মরাজ্যের সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট দেবতাদিগের শরীর তেজোময়, এইজন্য সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী দেবতাকে তৈজস বলা হয়। কারণশরীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এইজন্য তদভিমানী দেবতাকে "প্রাজ্ঞ" বলা যায়।

† এই স্থানে তত্ত্বশব্দের অর্থ প্রাকৃতিক বিভাগ। সাংখ্যশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পরন্তু এই উভয়ের নামাবলীতে কিছু মতভেদ আছে। তত্ত্বদিগের মধ্যে একেকে অপরের অন্তর্ভাব করিলে, সাংখ্য ও বেদান্তের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের মতভেদ নিরাকৃত হইতে পারে।

প্রাণাঃ পঞ্চ প্রাণাপানসমানোদানব্যানাখ্যাঃ * ।৫৫।

তন্মাত্রাণি † কতি ? ৫৬।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যানি পঞ্চ। ৫৭।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যং। ৫৮।

এতানি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি। ৫৯।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ কে ? ৬০।

শ্রোত্রস্য বিষয়ঃ শব্দঃ। ৬১।

প্রাণবায়ু পাঁচ প্রকার। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান। ৫৫।

তন্মাত্রা কত প্রকার ? ৫৬।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচ প্রকার তন্মাত্রা। ৫৭।

অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ—যথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত। ৫৮

এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ৫৯।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় কি কি ? ৬০।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ। ৬১॥

---

* শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিদেশকে। উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাৎ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।" প্রাণবায়ু হৃদয়ে থাকে। অপান বায়ু গুদে থাকে। সমানবায়ু নাভিতে থাকে। উদানবায়ু কণ্ঠে থাকে। ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরে থাকে।

† তন্মাত্রার অর্থ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ।

ত্বচো বিষয়ঃ স্পর্শঃ। ৬২।

চক্ষুষোর্বিষয়ো রূপং। ৬৩।

রসনায়া বিষয়ো রসঃ। ৬৪।

ঘ্রাণস্য বিষয়ো গন্ধঃ। ৬৫।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ কে ? ৬৬।

বাচো বিষয়ো বক্তব্যঃ। ৬৭।

পাণ্যোর্বিষয় আদাতব্যঃ। ৬৮।

পাদয়োর্বিষয়ো গন্তব্যঃ। ৬৯।

পায়োর্বিষয় উৎস্রষ্টব্যো মলঃ। ৭০।

উপস্থস্য বিষয় আনন্দঃ। ৭১।

ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ। ৬২।

চক্ষুর বিষয় রূপ। ৬৩।

রসনার বিষয় রস। ৬৪।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ। ৬৫।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কি কি ? ৬৬।

বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় বক্তব্য। ৬৭।

পাণি ইন্দ্রিয়ের বিষয় আদাতব্য। ৬৮।

পাদ-ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্তব্য। ৬৯।

গুদ-ইন্দ্রিয়ের বিষয় উৎস্রষ্টব্য মল। ৭০।

উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ। ৭১।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য সংকল্প-নিশ্চয়-গর্ব্ব-স্মরণানি বিষয়াঃ। ৭২।

অথ তত্তদভিমানাবধারকা অধিপতয়ঃ কথ্যন্তে।৭৩।

দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যবঃ।
শিবশ্চন্দ্রশ্চতুর্বক্তো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ। ৭৪।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্য দিশঃ। ৭৫।

ত্বগিন্দ্রিয়স্য বায়ুঃ। ৭৬।

চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য সূর্য্যঃ। ৭৭।

রসনেন্দ্রিয়স্য বরুণঃ। ৭৮।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয় সংকল্প, নিশ্চয়, গর্ব্ব, স্মরণ অর্থাৎ মনের সঙ্কল্প, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহঙ্কারের গর্ব্ব, চিত্তের স্মরণ।৭২।

অনন্তর সেই সেই ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অভিমানী অধিপতি অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নাম করা যাইতেছে।৭৩।

দিক্‌, বায়ু, অর্ক, প্রচেতাঃ, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, শিব, চন্দ্র, চতুর্বক্ত্র, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহারা ঈশ্বর অর্থাৎ অধিপতি। ৭৪।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌। ৭৫।

ত্বগ্‌ ইন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু। ৭৬।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দেবতা সূর্য্য। ৭৭।

রসনেন্দ্রিয়ের দেবতা বরুণ। ৭৮।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য অশ্বিনৌ দেবৌ। ৭৯।

বাগিন্দ্রিয়স্য * অগ্নিঃ। ৮০।

পাণীন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রঃ। ৮১।

পাদেন্দ্রিয়স্য উপেন্দ্রঃ। ৮২।

গুদেন্দ্রিয়স্য মৃত্যুঃ। ৮৩।

শিশ্নেন্দ্রিয়স্য † শিবঃ। ৮৪।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দেবতা অশ্বিনীকুমার। ৭৯।

বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা অগ্নি। ৮০।

পাণীন্দ্রিয়ের দেবতা ইন্দ্র। ৮১।

পাদেন্দ্রিয়ের দেবতা উপেন্দ্র। ৮২।

গুদেন্দ্রিয়ের দেবতা মৃত্যু। ৮৩।

শিশ্নেন্দ্রিয়ের দেবতা শিব। ৮৪।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের মধ্যে মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা

---

* বাক্ ও রসনা এই দুইযের সম্বন্ধ স্থাপয়িতা এক জিহ্বাই, সুতরাং অগ্নি ও বরুণ এই দুই-ই জিহ্বার অধিপতি, এই দ্বিগুণ শক্তির বলেই জিহ্বার এরূপ প্রাবল্য।

† উপস্থেন্দ্রিয়ের সাধারণ কার্য্য মূত্রত্যাগ আর অসাধারণ কার্য্য রতি—আনন্দ উপভোগ করা। প্রথম কার্য্যের জন্য শিব ও দ্বিতীয়কার্য্যের জন্য প্রজাপতি উহার দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয়েও জিহ্বার ন্যায় দ্বিগুণ শক্তি বিদ্যমান আছে, এইজন্য; এই ইন্দ্রিয়েরও এরূপ প্রবলতা আছে।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ে মনসশ্চন্দ্রঃ, বুদ্ধেশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ * অহঙ্কারস্য রুদ্রঃ, চিত্তস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ। ৮৫।

মায়োপাধিঃ সন্ আত্মা ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। ৮৬।

অবিদ্যোপাধিঃ সন্ আত্মা জীব † ইত্যুচ্যতে।৮৭।

এতৎ কোশপঞ্চকং মদীয়ং শরীরং মদীয়াঃ প্রাণাঃ মদীয়ং মনঃ মদীয়া বুদ্ধিঃ মদীয়ং জ্ঞানমিতি

চতুর্ব্বক্ত্র, অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র, চিত্তের দেবতা ক্ষেত্রজ্ঞ। ৮৫।

আত্মা মায়ারূপ উপাধি দ্বারা যুক্ত হইয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়। ৮৬।

আত্মা অবিদ্যারূপ উপাধি দ্বারা যুক্ত হইয়া জীবনামে উক্ত হয়। ৮৭।

আমার শরীর, আমার প্রাণ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান—এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ অনুভব করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে পঞ্চকোশের অনুভব হইয়া থাকে। যেরূপ আমার কটক, আমার কুণ্ডল, আমার গৃহাদি—এইরূপ নিজ হইতে পৃথক্ জ্ঞাত

---

* মতান্তরে চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মাই অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের দেবতা এইজন্যই তিনি চতুর্ব্বক্ত্র। চতুষ্টয়ের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্যই ইহার কারণ।

† অবিদ্যা জীবকে নিজের অধীন করিয়া বদ্ধকরে, পরন্ত বিদ্যারূপী মায়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া উঁহার সেবা করত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া থাকে। জীবের উপাধি অবিদ্যা, ঈশ্বরের উপাধি মায়া—উভয়ই উপাধি। পরন্ত উক্ত বিজ্ঞানানুসারে ফলে উভয়ের আকাশ ও পাতালের ন্যায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছে।

স্বেনৈব জ্ঞায়তে, তদ্‌যথা স্বেনৈব জ্ঞাতং কটককুণ্ডল-গৃহাদিকং স্বস্মাদ্ভিন্নং বর্ত্ততে তথা পঞ্চকোশা মদীয়ত্বেন জ্ঞাতা আত্মা ন ভবন্তি। ৮৮।

এবমেব স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণনামানি শরীরাণি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যা অবস্থাঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদয়শ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি জীবেশ্বরৌ চেমে সর্ব্বে আত্মা ন ভবন্তি। ৮৯।

তর্হি আত্মা কঃ? ৯০।

সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। ৯১।

সৎ কিং? ৯২।

হয় বলিয়া নিজ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ পঞ্চকোশ আমার—এই প্রকার পৃথক জ্ঞাত হয় বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ পঞ্চকোশ আত্মা নহে। পঞ্চকোশের জ্ঞাতাই আত্মা। ৮৮।

এই প্রকার স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর (এই শরীরত্রয়), জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—(এই অবস্থাত্রয়), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, জীব, ঈশ্বর,—এই সকল আত্মা হইতে পারে না। ৮৯।

তবে আত্মা কিরূপ? ৯০।

সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ। ৯১।

সৎ কি? ।৯২।

কালত্রয়েঽপি তিষ্ঠতীতি আত্মা সৎ। ৯৩।

চিৎ কিং? ৯৪।

সাধনান্তরনৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়ং প্রকাশমানতয়া যদিতরপদার্থাবভাসনমস্তীতি আত্মা চিৎ। ৯৫।

আনন্দঃ কঃ? ৯৬॥

দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছেদশূন্যঃ আত্মা আনন্দ ইতি আত্মনঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বং। ৯৭।

অথ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বোৎপত্তিপ্রকারং বক্ষ্যামঃ।৯৮।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ে একরূপে অবস্থান করিতেছে এই নিমিত্তই আত্মা সৎ। ৯৩।

চিৎ কি?। ৯৪।

অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অপর পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে—এইজন্য আত্মা চিৎ। ৯৫।

আনন্দ কি?। ৯৬।

আত্মার দেশতঃ কালতঃ বা বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ নাই এইজন্য আত্মা আনন্দ, সুতরাং আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। ৯৭।

এখন চতুর্বিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি প্রকার বলিব। ৯৮।

ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া * ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-নামাস্তি। ৯৯।

ততঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী সমজায়ত। ১০০।

এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং মধ্যে আকাশস্য সাত্ত্বিকাংশাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। ১০১।

ব্রহ্মাশ্রিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিনামে মায়া আছে। ৯৯।

তাহা (মায়া, প্রকৃতি) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ১০০।

এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ১০১।

---

* বেদান্তমতে—মায়া ব্রহ্মাশ্রিত এবং অনাদি, সান্ত, অর্থাৎ মায়ার উৎপত্তি নাঃ পরন্তু বিনাশ আছে। এইজন্য এই শাস্ত্রে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উপাসনাকাণ্ডের মীমাংসা—মধ্যমীমাংসা—দৈবীমীমাংসা দর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মায়া ব্রহ্মশক্তি পরন্তু মায়া ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। যেরূপ আমার শক্তি কখন আমাতে প্রকট হয় না, কখন বা প্রকাশিত হইয়া আমা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়, সেরূপ উপাসনা শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টিদশায় দ্বৈতবাদ আর মুক্তিদশায় অদ্বৈতবাদ—এই উভয়ই সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এই বিজ্ঞানানুসার দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের কোনও বিরোধ হইতে পারে না। সাংখ্য-শাস্ত্রের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয়ও এই রীতিতে হইতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রসমূহে বিরোধ কল্পনা করা উচিত নহে।

বায়োঃ সাত্ত্বিকাংশাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ং সম্ভূতং ।১০২।

অগ্নেঃ সাত্ত্বিকাংশাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ং সম্ভূতং ।১০৩।

জলস্য সাত্ত্বিকাংশাৎ রসনেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং ।১০৪।

পৃথিব্যাঃ সাত্ত্বিকাংশাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং ।১০৫।

এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং সমষ্টিসাত্ত্বিকাংশাৎ মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ সম্ভূতাঃ। ১০৬।

সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ। ১০৭।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। ১০৮।

স্মরণকর্তৃ চিত্তং। ১০৯।

বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১০২।

অগ্নির সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। ১০৩।

জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১০৪।

পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ১০৫।

এই পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি সাত্ত্বিকাংশ হইতে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ১০৬।

মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্পই মনের বৃত্তি। ১০৭।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়। ১০৮।

চিত্ত স্মরণের কর্ত্তা অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি স্মরণ। ১০৯।

অহঙ্কর্ত্তা অহঙ্কারঃ। ১১০।

এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং মধ্যে আকাশস্য রাজসাংশাৎ বাগিন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। ১১১।

বায়োঃ রাজসাংশাৎ পাণীন্দ্রিয়ং সম্ভূতং।১১২।

বহ্নেঃ রাজসাংশাৎ পাদেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং।১১৩।

জলস্য রাজসাংশাৎ উপস্থেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং।১১৪।

পৃথিব্যা রাজসাংশাৎ গুদেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং।১১৫।

এতেষাং সমষ্টিরাজসাংশাৎ প্রাণাদিপঞ্চবায়বঃ সম্ভূতাঃ। ১১৬।

অহঙ্কার অহঙ্কর্ত্তা, অর্থাৎ অহঙ্কারের বৃত্তি "আমি" "আমার' ইত্যাদিরূপ অভিমান। ১১০।

এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আকাশের রাজসাংশ হইতে বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১১১।

বায়ুর রাজসাংশ হইতে "পাণি" ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১১২।

বহ্নির রাজসাংশ হইতে "পাদ" ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৩।

জলের রাজসাংশ হইতে "উপস্থ" ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৪।

পৃথিবীর রাজসাংশ হইতে "গুদ" ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৫।

এই সমষ্টির রাজসাংশ হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৬।

নাগাদ্যুপবায়বঃ—নাগ-কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়াঃ পঞ্চস্বেতেষু অন্তর্গতা এব। ১১৭।

এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং সমষ্টিতামসাংশাৎ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি সম্ভবন্তি। ১১৮।

পঞ্চীকরণং নাম কিং? ১১৯।

এতেষাং পঞ্চমহাভূতানাং তামসাংশস্বরূপং একং একং ভূতং দ্বিধা বিভজ্য একমেকমর্দ্ধং পৃথক্ ব্যবস্থাপ্য অপরমপরমর্দ্ধং চতুর্ধা বিভজ্য পৃথক্স্থাপিতার্দ্ধেষু ভাগেষু চতুর্ধা বিভক্তস্য একৈকস্য ভূতার্দ্ধস্য

নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়—এই পঞ্চ উপবায়ু উক্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর অন্তর্গত—উহা হইতে পৃথক্ নহে। ১১৭।

এই পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টিতামসাংশ হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৮।

পঞ্চীকরণ কি? । ১১৯।

এই পঞ্চমহাভূতের তামসাংশস্বরূপ এক এক ভূতকে দুই দুই ভাগ করিয়া এক এক অর্দ্ধকে পৃথক্ রাখিয়া অপর অপর অর্দ্ধকে চারি চারি ভাগকরত পৃথক্ স্থাপিত অর্দ্ধভাগে চতুর্ধা বিভক্ত এক

একমেকমংশং সংযুক্তং কৃত্বা পঞ্চীকরণং সম্পাদ্যতে। ১২০।

এতেন প্রত্যেকভূতস্য স্বার্দ্ধেঽপরেষাং ভূতানাং অর্দ্ধস্য চতুর্থাংশং সম্মিলিতং ভবতি। ১২১।

যথা পঞ্চীকৃতে আকাশে অপঞ্চীকৃতাকাশস্যার্দ্ধমপরেষাং প্রত্যেকেষামপঞ্চীকৃতানাং চতুর্ণাং ভূতানামষ্টমাংশোস্তীতি সর্ব্বত্র জ্ঞাতব্যং। ১২২।

এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতেভ্যঃ প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডং সম্ভূতং। ১২৩।

এক ভূতার্দ্ধের এক এক অংশ সংযুক্ত করিলে পঞ্চীকরণ সম্পাদিত হয়। ১২০।

ইহাতে প্রত্যেক ভূতের নিজ অর্দ্ধে অপর ভূতদিগের অর্দ্ধের চতুর্থাংশ সম্মিলিত হইয়া থাকে। ১২১।

দৃষ্টান্ত—যেমন পঞ্চীকৃত আকাশে অপঞ্চীকৃত আকাশের অর্দ্ধ, আর অপর প্রত্যেক অপঞ্চীকৃত ভূতের অষ্টমাংশ (অষ্টভাগের এক ভাগ) আছে। সকল ভূতে এইরূপ জানিতে হইবে। ১২২।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ১২৩।

এতন্মধ্যে চতুর্দ্দশভুবনানি জাতানি। ১২৪।

তত্তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ-স্বেদজাণ্ডজ-জরায়ুজা জায়ন্তে।১২৫।

তত্তচ্ছরীরাভিমানী জীবঃ অনন্তব্রহ্মাণ্ডাভিমানী চ ঈশ্বরঃ। ১২৬।

এবং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং সম্ভূতং। ১২৭।

আত্মন্যেবাবিদ্যামায়াভ্যাং জীবেশ্বরভেদদৃষ্টিঃ কল্পিতা। ১২৮।

শরীরাভিমানী জীবনামকং ব্রহ্মপ্রতিবিম্বং ভবতি। ১২৯।

সেই সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। ১২৪।

সেই সেই ভুবন মধ্যে উদ্‌ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ—এই চতুর্ব্বিধ শরীর উৎপন্ন হইতেছে। ১২৫।

জীব সেই সেই শরীরাভিমানী, আর ঈশ্বর অনন্তব্রহ্মাণ্ডাভিমানী হইতেছে। ১২৬।

এই প্রকার পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একতা স্থাপিত হইয়াছে। ১২৭।

আত্মাতেই অবিদ্যা এবং মায়া দ্বারা জীব এবং ঈশ্বররূপে ভেদ-দৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। ১২৮।

শরীরাভিমানী জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশেষ। ১২৯।

স এব জীবঃ স্বভাবত এব স্বস্মাদীশ্বরং ভিন্নত্বেন জানাতি। ১৩০।

এবমুপাধিভেদাজ্জীবেশ্বরভেদদৃষ্টির্যাবৎ পর্য্যন্তং তিষ্ঠতি তাবৎ পর্য্যন্তং জন্মমরণাদিরূপসংসারো ন নিবর্ত্ততে তস্মাৎ কারণাৎ ন জীবেশ্বরয়োর্ভেদবুদ্ধিঃ স্বীকার্য্যা। ১৩১।

নন্থ সাহঙ্কারস্থ কিঞ্চিজ্জ্ঞস্থ জীবস্থ নিরহঙ্কারেণ সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ সহ তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যাৎ কথমভেদবুদ্ধিঃ স্যাৎ উভয়োর্বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্তত্বাৎ ।১৩২।

সেই জীবই স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিয়া থাকে। ১৩০।

এই প্রকার উপাধিভেদে জীবও ঈশ্বরের ভেদদৃষ্টি যাবৎ পর্য্যন্ত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত জন্ম মরণাদিরূপ সংসারের নিবৃত্তি হয় না, সেই কারণে জীবও ঈশ্বরের ভেদবুদ্ধি স্বীকার করা উচিত নহে। ১৩১।

এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে—"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য হইতে অহঙ্কারবিশিষ্ট অল্পজ্ঞ জীবের অহঙ্কারহীন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত অভেদবোধ কিরূপে সম্ভব হয়, কেননা উভয়ই বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ উভয়েরই ধর্ম্ম ভিন্ন। ১৩২।

তত্ত্বম্পদয়োর্বাচ্যার্থৌ লক্ষ্যার্থশ্চেত্যর্থদ্বয়মস্তি। ১৩৩।

অবিদ্যা-তৎকার্য্যকর্ত্তৃত্বাদিগুণবান্ শরীরাভিমানী জীবঃ ত্বংপদবাচ্যার্থঃ। ১৩৪।

অবিদ্যোপাধিনির্ম্মুক্তং সমাধিদশাসম্পন্নং অবিদ্যা-তৎকার্য্যরহিতং চিন্মাত্রং শুদ্ধং চৈতন্যং ত্বংপদলক্ষ্যার্থঃ। ১৩৫।

মায়া-তৎকার্য্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবান্ ঈশ্বরস্তৎপদবাচ্যার্থঃ। ১৩৬।

মায়োপাধিশূন্যং শুদ্ধং চৈতন্যং মায়া-তৎকার্য্যরহিতং চিন্মাত্রং তৎপদলক্ষ্যার্থঃ। ১৩৭।

উক্ত আশঙ্কার সমাধান এই—"তৎ" ও "ত্বং" পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থভেদে দুই দুই অর্থ আছে। ১৩৩।

অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য কর্ত্তৃত্বাদিগুণবিশিষ্ট শরীরাভিমানী জীবই ত্বং পদের বাচ্যার্থ। ১৩৪।

অবিদ্যারূপ উপাধিশূন্য, সমাধিদশাপ্রাপ্ত, অবিদ্যা ও তৎকার্য্যরহিত চিন্মাত্র শুদ্ধচৈতন্যই ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ। ১৩৫।

মায়া এবং তৎকার্য্য সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ঈশ্বরই তৎপদের বাচ্যার্থ। ১৩৬।

মায়ারূপ উপাধিহীন, শুদ্ধচৈতন্য, মায়া এবং তৎকার্য্যরহিত চিন্মাত্রই তৎপদের লক্ষ্যার্থ। ১৩৭।

এবং জীবেশ্বরয়োশ্চৈতন্যরূপেণাভেদে বাধকাভাবঃ। ১৩৮।

এবমেব তয়োরৈক্যং অহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিমহাবাক্যৈশ্চ বোধ্যতে। ১৩৯।

তস্মাৎ ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলং ইতি শাস্ত্রোপদেশেন গুরূপদেশেন স্বানুভবেন চ যে জানন্তি যেষাং চ সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু ব্রহ্মবুদ্ধিরুৎপন্না তে জীবন্মুক্তা ইত্যর্থঃ* । ১৪০ ।

এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যরূপে অভেদে অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যে চৈতন্যরূপে অভিন্ন—ইহাতে কোনও বাধা নাই। ১৩৮।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য (অভেদ) জানা যাইতেছে। ১৩৯।

সেই কারণে যাঁহারা শাস্ত্রোপদেশে, গুরুর বাক্যে এবং নিজের অনুভবে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব কেবল "ব্রহ্মই" এইরূপ জানিতে থাকেন, এবং যাঁহাদের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে—তাঁহারা জীবন্মুক্ত। ১৪০।

---

* সিদ্ধান্ত এই—যখন অবিদ্যারূপ উপাধির ভ্রম নষ্ট হইয়া যায় তখন আত্মসত্তাই লক্ষ্যার্থরূপে অবশিষ্ট থাকে, এই প্রকার যখন মায়ারূপ উপাধির মহত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা প্রতিপন্ন হয় তখন লক্ষ্যার্থরূপে আত্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাত্মা জীবও ঈশ্বরের অভেদ সত্তা অনুভব করত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

জীবন্মুক্তাঃ কে ? । ১৪১ ।

যেষামপরোক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং তে । ১৪২ ।

অপরোক্ষজ্ঞানং তু যথা দেহোঽহং পুরুষোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং শূদ্রোঽহমস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ তথা নাহং দেহঃ ন পুরুষঃ ন ব্রাহ্মণঃ ন শূদ্রঃ কিন্তু নিজস্বরূপে সত্যজ্ঞানানন্দ (সচ্চিদানন্দ) স্বরূপঃ প্রকাশরূপঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী চিদাকাশরূপোঽস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়-রূপং । ১৪৩ ।

ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যপরোক্ষজ্ঞানেন সকলকর্ম্মবন্ধ-নিবৃত্তির্ভবতি । ১৪৪ ।

কাঁহারা জীবন্মুক্ত ? । ১৪১ ।

যাঁহাদের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা জীবন্মুক্ত । ১৪২ ।

যেরূপ আমি দেহ, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র—এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় হয়, সেরূপ আমি দেহ নহি, আমি পুরুষ নহি, আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি শূদ্র নহি, পরন্তু আমি নিজস্বরূপে সত্য-জ্ঞানানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশরূপ, সর্ব্বান্তর্যামী চিদাকাশস্বরূপ—এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়ই অপরোক্ষ জ্ঞান। ১৪৩।

"আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা সকল কর্ম্ম বন্ধনের নিবৃত্তি হয়। ১৪৪ ।

কর্ম্মাণি কতিবিধানি। ১৪৫।

সঞ্চিতপ্রারব্ধাগাম্যাখ্যানি ত্রিবিধানি। ১৪৬।

সঞ্চিতকর্ম্ম কিং?। ১৪৭।

অনুপভুক্তানাং অনন্তকোটিজন্মসু কৃতকর্ম্মণাং সংস্কারভূতং বীজবৎকারণরূপং যৎ পূর্ব্বার্জ্জিতং কর্ম্মজাতং তৎ সঞ্চিতং কর্ম্ম। ১৪৮।

প্রারব্ধং কিং?। ১৪৯।

এতৎস্থূলশরীরজনকমস্মিন্নেব দেহে সুখদুঃখাদি-ভোগপ্রদং পূর্ব্বার্জ্জিতং কর্ম্ম। ১৫০।

আগামি কর্ম্ম কিং? । ১৫১।

কর্ম্ম কতিবিধ?। ১৪৫।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ, আগামী—এই তিন প্রকার কর্ম্ম। ১৪৬।

সঞ্চিত কর্ম্ম কি? ১৪৭।

অনুপভুক্ত, অনন্ত কোটি জন্মে কৃত কর্ম্মের সংস্কারভূত এবং বীজবৎ কারণরূপ যে পূর্ব্বার্জিত কর্ম্মসমূহ তাহা সঞ্চিত কর্ম্ম ১৪৮।

প্রারব্ধ কর্ম্ম কি?। ১৪৯।

এই স্থূল শরীরের উৎপাদক এবং এই শরীরেই সুখ দুঃখাদি-প্রদাতা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই প্রারব্ধ কর্ম্ম। ১৫০।

আগামি কর্ম্ম কি?। ১৫১।

জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং জ্ঞানিদেহকৃতং পুণ্যপাপ-রূপং কর্ম্ম যদস্তি তদাগামীত্যভিধীয়তে। ১৫২।

তত্র সঞ্চিতং কর্ম্ম ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধং ভবতি*। ১৫৩।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। ইতি গীতায়াং ভগবদ্‌বাক্যং। ১৫৪।

জ্ঞানিনঃ প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ *।১৫৫।

জ্ঞানোৎপত্তির পরে জ্ঞানীর দেহ হইতে উৎপন্ন—পুণ্য ও পাপ-রূপ যে কর্ম্ম হয়—তাহাই আগামি নামে অভিহিত হয়। ১৫২।

এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্ম—"আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যায়। ১৫৩।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই—

হে অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নি কর্ম্ম সকলকে ভস্ম করিয়া থাকে। ১৫৪।

জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১৫৫।

---

* সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের সংস্কাররূপ বীজ চিত্তাকাশে অবস্থান করিয়া থাকে। যখন জ্ঞানী মহাপুরুষ অপরোক্ষ জ্ঞানে জানিয়া থাকেন যে—আমি পঞ্চকোশ নহি, আমি পঞ্চকোশ হইতে অতীত এবং পঞ্চকোশের দ্রষ্টা, তখনও পঞ্চকোশে চিত্তাকাশে অবস্থিত সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার থাকে পরন্তু উহা মুক্তাত্মার বন্ধন করিতে পারে না।

ভ্রমৎকুলালচক্রস্য কুলালেন সহ তস্মিন্ সময়ে সম্বন্ধরাহিত্যবৎ নিঃসঙ্গত্বেন ভোগাৎ ন তেভ্যো জ্ঞানিনি ক্রিয়মাণকর্ম্মসংস্কারোৎপত্তিঃ। ১৫৬।

আগামিকর্ম্মভিঃ নলিনীদলগতজলবৎ জ্ঞানিনাং সম্বন্ধো নাস্ত্যেব অতঃ তদপি জ্ঞানেন নশ্যতি* ।১৫৭।

জ্ঞানিনঃ সঞ্চিতাগামিকর্ম্মাণি ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতি-মাশ্রয়ন্তে †। ১৫৮।

যেরূপ ভ্রমৎকুলালচক্রের কুলালের সহিত সেই সময়ে সম্বন্ধ থাকে না, সেরূপ নিঃসঙ্গরূপে ভোগ হয় বলিয়া সেই কর্ম্মসমূহের ভোগ হইতে জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ (আগামী) কর্ম্ম সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। ১৫৬।

আগামী কর্ম্মের সহিত কমলদলগতসলিলবৎ জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধই নাই, এই কারণে উহাও জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। ১৫৭।

জ্ঞানীদিগের সঞ্চিত কর্ম্ম ও আগামী কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ১৫৮।

---

* যেমন কুম্ভকার নিজের কুলালচক্রকে দণ্ড দ্বারা চালাইয়া নিজের হস্ত ও দণ্ডকে চক্র হইতে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনও সংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সংস্কারতঃ চক্র চলিয়া থাকে, সেরূপ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা জ্ঞান দ্বারা জীবন্মুক্ত-দশা প্রাপ্ত হইলেও শরীরের অন্ত পর্য্যন্ত স্থূল শরীরের উৎপাদক প্রারব্ধভোগ করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্ম কেবল ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

† এই প্রকার যখন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বোধ করিতে থাকেন যে, আমি পঞ্চকোশ নহি, আমি পঞ্চকোশের দ্রষ্টা, তখন পঞ্চকোশরূপ শরীর হইতে উৎপন্ন নবীন আগামী কর্ম্ম এই মুক্তাত্মার বন্ধন জন্মাইতে পারে না।

অপি চ জ্ঞানিনো যে ভজন্তি অর্চ্চয়ন্তি তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতঃ পুণ্যকর্ম্মাংশো গচ্ছতি, যে জ্ঞানিনো নিন্দন্তি দুঃখপ্রদানং কুর্ব্বন্তি তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতঃ পাপকর্ম্মাংশো গচ্ছতি *। ১৫৯।

এবং জ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মবন্ধান্ তরতি। ১৬০।

পক্ষান্তরে যাহারা জ্ঞানীদিগের সেবা ও অর্চ্চনা করিতে থাকে তাহাদের প্রতি জ্ঞানীদিগের পুণ্যকর্ম্মাংশ যাইয়া থাকে; আর যাহারা জ্ঞানীদিগের নিন্দা করে এবং তাঁহাদিগকে দুঃখ প্রদান করে তাহাদের প্রতি জ্ঞানিকৃত পাপকর্ম্মাংশ যাইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানি-সেবক জ্ঞানীদের পুণ্যকর্ম্ম ও জ্ঞানিদ্বেষী জ্ঞানীদের পাপকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫৯।

এই প্রকারে জ্ঞানী পুরুষ সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ বা বিমুক্ত হন। ১৬০।

---

* পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানানুসারে ইহা নির্ণীত হইতেছে যে, আগামী ও সঞ্চিতকর্ম্ম মুক্তাত্মার পুনর্বন্ধন উৎপাদন করিতে পারে না, পরন্তু মুক্তাত্মার আগামী ও সঞ্চিতকর্ম্ম মুক্তাত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া অগত্যা নিজের ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিকে আশ্রয় করিতে থাকে, সুতরাং যে ব্রহ্মাণ্ডে এই মুক্তাত্মা জন্মিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি প্রারব্ধে এই কর্ম্ম মিশ্রিত হয়, এই কর্ম্ম দ্বারা সেই ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবের সমষ্টি সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং ভবিষ্যৎ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রভৃতি কালের উৎপন্ন হওয়ার উহা সহায়ক হইয়া থাকে।

আত্মবিৎ সংসারং তীর্ত্বা ব্রহ্মানন্দমিহৈব প্রাপ্নোতি। ১৬১।

তরতি শোকমাত্মবিৎ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ* ইত্যাদি শ্রবণাৎ।১৬২।

জ্ঞানিদেহঃ কাশ্যাং চণ্ডালবাটিকায়াং বা পততি তথাপি জ্ঞানী মুক্তঃ সচ্চিদানন্দরূপঃ কৃতার্থো ভবতি। ১৬৩।

আত্মজ্ঞ পুরুষ সংসার উত্তীর্ণ হইয়া এই জীবনেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন। ১৬১।

কেননা শাস্ত্রে আছে—"আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ শোকশূন্য হন।" "একই আত্মদেব সর্ব্বভূতে অব্যক্তরূপে আছেন।" "আত্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় অর্থাৎ খুলিয়া যায়। ১৬২।

জ্ঞানীদিগের শরীর কাশীতে অথবা চণ্ডাল গৃহেই পতিত হউক তথাপি মুক্ত জ্ঞানী সচ্চিদানন্দরূপ হইয়া কৃতার্থ হন। ১৬৩।

---

* জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হন। জীবদশায় জড় ও চেতনের যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয় মুক্তিদশায় উহা খুলিয়া যাওয়ায় জীব শিবরূপ হয়। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত, অপর ঈশ কোটির জীবন্মুক্ত। মুক্তিদশায় মুক্তাত্মার অবশিষ্ট প্রারব্ধ কর্ম্মের বিচিত্রতাই এই উভয় ভেদের কারণ। গীতায় অভিহিত হইয়াছে—"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে"। ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত মৌনী ও আত্মারাম হন, জগতের সহিত উঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না, ঈশ কোটির জীবন্মুক্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া ভগবৎ কার্য্যরূপ জগতের কল্যাণে রত হইয়া থাকেন। কেবল এই প্রকার জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের উপকারেই উপকৃত হইয়া জগৎ ধন্য হইয়া থাকে।

তথাচ স্মৃতৌ—

তনুং ত্যজতু বা কাশ্যাং শ্বপচস্য গৃহেঽথবা।

জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ।১৬৪

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং তত্ত্ববোধাখ্যং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

স্মৃতি শাস্ত্রে আছে—

জ্ঞানী পুরুষ কাশীতেই শরীর ত্যাগ করুন, অথবা চণ্ডাল গৃহেই ত্যাগ করুন, তিনি জ্ঞান প্রাপ্তি কালেই বিগতাশয় হইয়া মুক্ত হন। ১৬৪।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত-তত্ত্ববোধাখ্য প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

এই ধর্ম্মমহাসভা হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতি কল্পে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্য্যালয় ৺কাশীধামে এবং প্রান্তীয় কার্য্যালয়সমূহ ও সহস্রাধিক শাখাসভা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে সংস্থাপিত আছে। ইহা ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ দ্বারা অনুমোদিত। হিন্দু-জাতির বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ, হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন নরপতিগণ, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রাণ রাজা মহারাজা, সামাজিক ও ধার্ম্মিক নেতাগণ এবং শেঠ সাহুকার আদি গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মহাসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত। সভ্যশ্রেণী পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—সংরক্ষক, প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক, সহায়ক ও সাধারণ। স্বাধীন নরপতিগণ ও প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যগণ সংরক্ষক সভ্য হইয়া থাকেন। সমস্ত ভারতের প্রধান প্রধান জমীদার সেঠ সাহুকার ও সামাজিক নেতাগণ তত্তৎপ্রান্তের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতিনিধি সভ্যশ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রত্যেক প্রান্তের অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থাপক সভ্য হইয়া থাকেন। সহায়ক সভ্যগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন যথা—বিদ্যা দ্বারা সহায়ক, ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা সহায়ক, ধন দ্বারা সহায়ক, বিশেষ বিদ্বান ব্রাহ্মণ সহায়ক ও ধর্ম্মকার্য্য-তৎপর সাধু সহায়ক। হিন্দু নরনারী মাত্রেই এই মহাসভার সাধারণ

সভ্য হইতে পারেন। সাধারণ সভ্যের বার্ষিক চাঁদা এক টাকা মাত্র। প্রত্যেক সভ্যই প্রতিমাসে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়পূর্ণ একখানি সুন্দর মাসিক পত্র পাইয়া থাকেন। মহাসভার বিশেষ নিয়মাদি জানিতে হইলে প্রধান কার্য্যালয়ের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রান্তীয় মণ্ডল সমূহের বিষয় জানিতে হইলে তত্তৎ প্রধানাধ্যক্ষগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রান্তীয় মণ্ডল হইতেই প্রাদেশিক ভাষায় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই এই ধর্ম্ম মহাসভায় যোগদান করা উচিত।

প্রধানাধ্যক্ষ

শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

উপদেশক মহাবিদ্যালয়।

(Hindu College of Divinity.)

সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং আর্য্যজাতির যাবতীয় উন্নতি সাধনার্থ সমগ্র ভারতবর্ষে পৃথক্ পৃথক্ প্রান্তীয় কার্য্যালয় ও অনেক শাখা স্থাপন করিয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগনিরত সাধু এবং গৃহস্থ ধর্ম্ম-সেবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আজীবন ধর্ম্মব্রতধারণপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কল্পে যত্ন করিতে না পারিবেন সে পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির পুনরুন্নতি ও সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব। এইজন্য প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিধি অনুসারে আর্য্য সন্তানগণকে ধর্ম্মব্রতের শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান কাশীধামে এই উপদেশক মহাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়ে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সদাচার, সাধন ও যোগাদি সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে অভ্যাস করান হইয়া থাকে। এই মহাবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উপদেশক, প্রচারক ও ধর্ম্মশিক্ষকগণ দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। বিশেষ নিয়মাদি জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল
জগৎগঞ্জ, বেনারস।

শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

হিন্দুজাতির প্রতিনিধিভূত অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দানভাণ্ডার ৺কাশীধামে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনাথ, বিধবা, দীন, দরিদ্র, অসহায়, রোগী, বিদ্যার্থী আদি নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপে দান সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল উদারহৃদয় ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মশীলগণ এই সকল সাত্ত্বিক দানকার্য্যে সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সাধারণের অবগতির জন্য মহামণ্ডলের পত্রিকাসমূহে উক্ত দানের প্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে। দান ভাণ্ডারের আয়ব্যয়াদি মহামণ্ডলের মুখপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

স্বামী দয়ানন্দ

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, জগৎগঞ্জ, কাশীধাম।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশের বিরাট আয়োজন।

বঙ্গদেশে আর্য্যশাস্ত্রীয় অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন সমূহের বহুল প্রচারার্থ শ্রীমহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার হইতে বিপুল উদ্যোগ প্রারম্ভ হইয়াছে। অনেকগুলি লুপ্তদর্শন-গ্রন্থের ও অপূর্ব্ব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার নিমিত্ত বিশেষ পুরুষার্থ করা হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ দেশীয় নরনারীর অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মাসিক গ্রন্থাবলী আকারে ক্রমশঃ অথবা খণ্ডাকারে নিয়মিত ভাবে ঐ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে উত্তরোত্তর অন্যান্য গ্রন্থও প্রারম্ভ করা হইবে। সাধারণের অবগতির জন্য নীচে কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

(১) ধর্ম্মকল্পদ্রুম—ইহা তিন সহস্র পৃষ্ঠায় সংপূর্ণ। হিন্দু-ধর্ম্মের একখানি অসাধারণ গ্রন্থরত্ন—কল্পতরুর ন্যায় ধর্ম্ম ও মোক্ষ ফল প্রসব করিবে। ইহাকে হিন্দুধর্ম্মের Encyclopœdia বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ, উপাঙ্গ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র আদি যাহা কিছু শাস্ত্র মনুষ্যজীবনের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্ত মহর্ষিদিগের দ্বারা জগতে প্রকটিত হইয়াছে ধর্ম্ম-কল্পদ্রুম একাধারে তৎসমস্তেরই ধার্ম্মিক জ্ঞান ও পূর্ণ বর্ণন দ্বারা সুশোভিত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতের লেশমাত্র নাই এবং সকল বিষয়ই নিষ্পক্ষভাবে সকল অধিকারীর কল্যাণের নিমিত্ত বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৮ সমুল্লাস

ও ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। প্রথম সমুল্লাসে সর্ব্বলোক হিতকর সাধারণ ধর্ম্মের বর্ণন করা হইয়াছে; ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, তপোধর্ম্ম, কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনাযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, মহাযজ্ঞ এই সাতটি অধ্যায় ইহাতে রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় সমুল্লাসে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র উপবেদ, ঋষি ও পুস্তক এই আটটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সংক্ষেপে সমগ্রহিন্দুশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় সমুল্লাসে সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম নারীধর্ম্ম, আর্য্য ও অনার্য্যজাতি, রাজা ও প্রজাধর্ম্ম, সমাজ ও নেতা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম—এইরূপে নয়টি অধ্যায়ে বিশেষ ধর্ম্মের পূর্ণরহস্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ সমুল্লাসে যোগ ও ভক্তি—মন্ত্রযোগ—হঠযোগ—লয়যোগ—রাজযোগ—গুরু ও দীক্ষা—বৈরাগ্য ও সাধন—এইরূপে সাতটী অধ্যায়ে সাধন ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সমুল্লাসগুলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়তত্ত্ব, ঋষিদেবতা পিতৃতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, সদাচার, ষোড়শ সংস্কার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, তর্পণ, সন্ধ্যা, দর্শনসমীক্ষা, সম্প্রদায়সমীক্ষা, চতুর্দ্দশলোকসমীক্ষা, তীর্থমহিমা, মালাতিলক আদির রহস্য বর্ণন, গোসেবা, দেশসেবা, ভারতমহিমা আদি অনেক অপূর্ব্ব ও আবশ্যকীয় বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থরত্ন বঙ্গ ভাষায় প্রচারিত হইলে বঙ্গদেশে এক নবযুগের আবির্ভাব হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যত শীঘ্র পারি ধর্ম্মকল্পদ্রুমের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের চেষ্টা করিতেছি।

দৈবীমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা দর্শন—এই দুইখানি দর্শনগ্রন্থ বহু কাল হইতে লুপ্ত থাকায় দার্শনিক জগতে বড়ই কোলাহল ও অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক যত্নে এই দর্শনদ্বয়ের উদ্ধার সাধন হওয়ায় দার্শনিক জগতে পরম শান্তির অমিয়

ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দৈবী মীমাংসার একখানি সিদ্ধান্ত সূত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার সংস্কৃত ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি কাহাকে বলে, ভক্তিভেদ কয় প্রকার, উপাসনা দ্বারা মুক্তি কিরূপে সম্ভব, ব্রহ্ম ঈশ্বর ও বিরাটরূপের ভেদ ও স্বরূপ কি, অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত সৃষ্টি কাহাকে বলে, বৈধী, রাগাত্মিকা ও পরাভক্তির লক্ষণ ও পরিণাম কি, ঋষি, দেব দেবী ও পিতৃ কাহাকে বলে, জগতের সহিত দেবদেবী, ঋষি ও পিতৃগণের সম্বন্ধ কি, যোগচতুষ্টয়ের লক্ষণ ও পরিণাম কি, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের পৃথক পৃথক লক্ষণ ও পরিণাম কি, চার প্রকার লয়ের স্বরূপ কি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই দর্শনে প্রকটিত হইয়াছে। এই দর্শন গ্রন্থ লুপ্ত হওয়াতেই আর্য্য জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং ইহার অপ্রকাশহেতুই উপাসক সম্প্রদায়ের এত দুর্গতি ঘটিয়াছিল। ইহার অভাবেই মধ্যযুগে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে এত বিরোধ সংঘটিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক যত্নে ইহার উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনীকৃত কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন বিদ্যমান থাকিলেও উহা অসম্পূর্ণ। কারণ উহাতে কেবল বর্ত্তমান সময়ে অপ্রচলিত-প্রায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। এবং কর্ম্মবিজ্ঞানের সাধারণ রহস্য উহাতে কিছুই নাই। ধর্ম্ম কি, সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্মে প্রভেদ কি, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম কি, পুরুষধর্ম্ম ও নারীধর্ম্ম কি, জন্মান্তর বাদের বিজ্ঞান কি, পরলোকগতি কিরূপে হইয়া থাকে, ষোড়শ সংস্কারের বিজ্ঞান কি, সংস্কার শুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়াশুদ্ধি কিরূপে হয়, উদ্ভিজ্জ হইতে মনুষ্যযোনিতে জীব কিরূপে প্রবেশ করে, কর্ম্মের ভেদ কয় প্রকার, ক্রিয়াশুদ্ধিদ্বারা কিরূপে মুক্তিপদলাভ হয় ইত্যাদি সকলই কর্ম্মমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয়। মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রণীত দর্শনগ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। ইহা বহু দিন হইতে বিলুপ্ত ছিল। সম্প্রতি অনেক যত্নে ইহার উদ্ধার সাধন

করা হইয়াছে। এই বিস্তৃত সূত্রবদ্ধ দর্শনগ্রন্থের ভাষ্য সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় প্রণীত হইতেছে। আমরা শীঘ্রই এই কর্ম্মমীমাংসার প্রকাশের জন্য চেষ্টা পাইব।

মন্ত্র-হঠ-লয়-রাজ-যোগ—উপাসনার মূল ভিত্তিরূপী যোগের ক্রিয়া সিদ্ধাংশ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়-যোগ ও রাজযোগ। এই চার প্রণালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অঙ্গ, ধ্যান ও অধিকার নির্ণীত আছে। নাম ও রূপের অবলম্বনে যে সাধন হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্র যোগ যোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানকে স্থূল ধ্যান বলে। স্থূল শরীরের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের যে প্রণালী তাহাকে হঠযোগ বলে। হঠ যোগ সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানকে জ্যোতির্ধ্যান বলে। লয় যোগ আরও উন্নত সাধন। গুরূপদেশ অনুসারে মূলাধারস্থিত কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করত সহস্রারস্থিত শিবে লয় করিয়া এই যোগের সাধন হয়। ইহা নব অঙ্গে বিভক্ত এবং ইহার ধ্যানের নাম বিন্দু ধ্যান। রাজযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কেবল বিচার শক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানকে ব্রহ্মধ্যান বলে। আমরা অনেক যত্নে বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি সমস্ত মন্থন করিয়া উল্লিখিত চার যোগের চার খানি সংহিতা গ্রন্থের উদ্ধার করিয়াছি। উহাও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বঙ্গবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণকে আমাদের ধর্ম্মপুরুষার্থে যোগদানও সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি। শাস্ত্র প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

ম্যানেজার

নিগমাগম বুক ডিপো

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, জগৎগঞ্জ, কাশীধাম।

নিগমাগম বুক ডিপো।

উল্লিখিত গ্রন্থরত্ন ব্যতিরিক্ত আরও অনেক আবশ্যকীয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নিগমাগম বুক ডিপোতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইল।

জাতীয় মহাযজ্ঞ সাধন—এই গ্রন্থরত্নে হিন্দুজাতির বর্ত্তমান সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দশার জ্বলন্ত চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতির কল্যাণার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সাত অধ্যায়ে বিভক্ত যথা—আর্য্যজাতির দশার পরিবর্ত্তন, চিন্তার কারণ, ব্যাধি নির্ণয়, ঔষধি প্রয়োগ, সুপথ্য সেবন, বীজরক্ষা ও মহাযজ্ঞ সাধন। অধ্যায়ের নাম দেখিয়াই পাঠকগণ এই গ্রন্থের অপূর্ব্বতা ও উপকারিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মূল্য বঙ্গানুবাদ এক টাকা মাত্র।

(২) সাধন সোপান—উপাসনা ও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। আবালবৃদ্ধ সকলেরই কল্যাণপ্রদ। বঙ্গানুবাদ মূল্য দুই আনা মাত্র।

(৩) সদাচার সোপান—কোমলমতি বালক বালিকাদিগের পরমোপযোগী পুস্তক। বঙ্গানুবাদ মূল্য এক আনা মাত্র।

(৪) কন্যাশিক্ষা সোপান—কোমলমতি কন্যাগণের শিক্ষোপযোগী অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বঙ্গানুবাদ মূল্য এক আনা মাত্র।

(৫) ধর্ম্ম সোপান (৬) ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম (৭) রাজশিক্ষা সোপান (৮) শাস্ত্র সোপান (৯) ধর্ম্মপ্রচার সোপান।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা

ম্যানেজার

নিগমাগম বুকডিপো

ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল, জগৎগঞ্জ, বেনারস।